

ধর্ম

দুনিয়াতে গুনাহের যেসব শাস্তি কল্পনাও করতে পারে না মানুষ

মুফতি ওমর বিন নাছির

প্রতিবেদক: ধর্ম ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



সংগৃহীত ছবি

মানুষ সাধারণত মনে করে, গুনাহের শাস্তি মানেই দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাদি, বিপদ-আপদ কিংবা মানুষের কাছে অপমানিত হওয়া। অথচ বাস্তবতা হলো, গুনাহের এমন কিছু শাস্তি রয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু আত্মাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি হলো—আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে ফেলা, দোয়ায় অশ্রু না আসা, কোরআন তিলাওয়াতে হৃদয় নরম না হওয়া, তাহাজ্জুদের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হওয়া এবং আল্লাহর সঙ্গে একান্ত সম্পর্কের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। এই শাস্তি এতটাই সূক্ষ্ম যে অধিকাংশ মানুষ বুঝতেই পারে না, অথচ এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তাগুলোর একটি।

গুনাহ মানুষের হৃদয়কে অন্ধ করে দেয় : মহান আল্লাহ বলেন, «কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্ম (গুনাহ) তাদের হৃদয়ের ওপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।» (সূরা : মুতাফফিফীন, আয়াত : ১৪)

কোনো গুনাহ মানুষ বারবার করতে থাকলে মানুষের অন্তর এমন কঠিন হয়ে যায় যে সে আর সত্যের আলো অনুভব করতে পারে না।

ইবাদত তখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়ায়; তাতে আর প্রশান্তি বা আনন্দ থাকে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি ইবাদতের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ [সাইদুল খাতির]-এ একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বনি ইসরাঈলের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, [হে আমার রব! আমি তো বারবার আপনার অবাধ্য হই, অথচ আপনি আমাকে কোনো শাস্তি দেন না!] তখন তাকে বলা হলো, [আমি তো তোমাকে বহুবার শাস্তি দিয়েছি, কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারোনি। আমি কি তোমাকে আমার সঙ্গে একান্ত কথোপকথনের (মোনাজাতের) মাধুর্য থেকে বঞ্চিত করিনি?] (ইমাম ইবনুল জাওযী, সাইদুল খাতির, পৃ. ৬৫)

কী গভীর শিক্ষা! অনেক সময় মানুষ মনে করে সে ভালোই আছে।

ব্যবসা চলছে, সংসার চলছে, স্বাস্থ্যও ভালো। কিন্তু সে বুঝতে পারে না [যদি তার হৃদয় থেকে আল্লাহর স্মরণের আনন্দ চলে যায়, তাহাজ্জুদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে যায়, কোরআন পড়ে চোখে অশ্রু না আসে, তবে সেটিই হয়তো তার সবচেয়ে বড় শাস্তি।

গুনাহ রিজিক ও ইবাদতের বরকত কমিয়ে দেয় : রিজিক শুধু অর্থ-সম্পদ নয়; বরং ঈমানের দৃঢ়তা, ইবাদতের তাওফিক, অন্তরের প্রশান্তি এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ [এসবও আল্লাহর বিশেষ রিজিক। গুনাহ এই বরকতগুলো কেড়ে নেয়। রাসুলুল্লাহ বলেছেন, [নিশ্চয়ই বান্দা তার কৃত গুনাহের কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।

[(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০২২)

হৃদয় কঠিন হয়ে গেলে ইবাদতও ভারী হয়ে যায় : হৃদয় কঠিন হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অব্যাহত গুনাহ। তখন নামাজ বোঝা মনে হয়, কোরআন পড়তে ইচ্ছা করে না, দোয়া করতে অলসতা লাগে এবং নেক কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, [ধ্বংস তাদের জন্য, যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে কঠিন হয়ে গেছে।] (সূরা : জুমার, আয়াত : ২২)

গুনাহের কালো দাগ : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, [যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসে, তবে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে গুনাহ বাড়াতে থাকে, তবে সেই কালো দাগ বাড়তে থাকে। এটাই সেই [মরিচা], যার কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন।] (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৩৪)

গুনাহের প্রকৃত শাস্তি সব সময় চোখে দেখা যায় না। কখনো কখনো সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো [আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাওয়া, ইবাদতের আনন্দ হারিয়ে ফেলা এবং হৃদয়ের জীবন্ত অনুভূতি নিভে যাওয়া। তাই আসুন, আমরা গুনাহকে ছোট মনে না করি। নিয়মিত তাওবা, ইস্তিগফার এবং নেক আমলের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখি। আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বদা এই দোয়া করি [তিনি যেন আমাদের হৃদয়কে জীবন্ত রাখেন, ইবাদতের মাধুর্য দান করেন এবং ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। আমিন।

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলা ভাষায় সুফি তাফসিরের একাডেমিক পরিসর বিস্তারের আহ্বান
বাংলা ভাষায় কুরআনের সুফি তাফসিরচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খাজা ওসমান ফারুক...



অমুসলিম ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের পালিয়ে বিয়ে: ইসলাম কী বলে?
বর্তমান সময়ে গ্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক বিরোধ এবং সামাজিক নানা বাস্তবতার কারণে তরুণ-তরুণীদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা কম নয়। তবে যখন একটি...



ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামে জশনে জুলুস শুরু
চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সো.) উপলক্ষে ৫৫তম ঐতিহাসিক জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি, মানবতা ও অহিংসার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ জুলুস...



জুমার নামাজের ইতিহাস, কখন থেকে শুরু হয় এই রীতি
ইসলামে সন্তোষের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন অরুশার বা 'ইয়াওমুল জুমআ'। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য জুমার দিনটি সাপ্তাহিক উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত...

